

আদাবু তালিবুল ইলম

(২ম দারস)

ভূমিকা

সকল স্তুতি ও বন্দনা তারই জন্য যার সৃষ্টি দু'চোখের সামনে দৃশ্যমান এবং দু'চোখের অন্তরালে বিদ্যমান ।

দুরুদ ও সালাম তাঁরই জন্য যার অনুগ্রহ এবং ভালবাসায় আমরা সিন্ত-অভিসিন্ত ।

ক্ষণিকের এই জিন্দেগিতে আমাদের জীবন যাপন করার জন্য ইলম অর্জন করা অপরিহার্য । হোক তা দুনিয়াবি ইলম অথবা আখেরাতি ইলম । শারয়ী দৃষ্টিকোন থেকে আখেরাতের ইলম অর্জন করার ব্যাপারে অনেক ফজিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে । পক্ষান্তরে দুনিয়া এবং দুনিয়াবি ইলমের ব্যাপারে তেমন কোন গুরুত্ব বা ফজিলতের কথা শরিয়ত উল্লেখ করেনি । তাই আমরা এ দারসে শরয়ী ইলম অর্জনের গুরুত্ব, ফজিলত এবং আদব সম্পর্কে পড়ব এবং জানবো ইনশাআল্লাহ ।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউস রাযি : থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ তা'য়ালা সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন ।

এই হাদীসের আলোকে আমরা একটা বিষয় খুব সহজভাবে অনুমান করতে পারি আল্লাহ যে তা'য়ালা আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে যা কিছু দান করেছেন তার সবটুকুই সুন্দরের মহিমায় মহিমাম্বিত । তারমধ্যে সবচাইতে সুন্দর নেয়ামত হল “ইসলাম” ।

ঠিক তেমনই “ইলম” হল আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অনেক বড় এক নেয়ামত । এই নেয়ামতের যথাযথ কদর এবং মূল্যায়ন করার জন্য আমাদেরকে এই ইলমের আদব-সৌন্দর্য এবং বৈশিষ্ট সম্পর্কে জানা জরুরী । সেসব বিষয়গুলো নিয়েই ইনশাআল্লাহ আমরা এই দারসে আলোচনা করবো ।

সর্বপ্রথম আমরা ইমাম শাফেয়ী রহ. এর উস্তাদের এক ঐতিহাসিক উক্তি দিয়ে শুরু করছি ।

একবার ইমাম শাফেয়ী রহ. তার উস্তাদ “ওকেয়ী রহ.” এর কাছে বললেন – আমি তো যা মুখস্ত করি তা ভুলে যাই । আমি এখন কি করবো ?

শাফেয়ী রহ. বলেন : আমার উস্তাদ আমাকে গুনাহ ছেড়ে দেয়ার নসিহত করলেন । আর বললেন : ইলম হলো (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নূর । আর এই নূর (আল্লাহর পক্ষ থেকে) কোন গুনাহগারকে দেয়া হয়না ।

বিষয়বস্তু :

ইলমের সংজ্ঞা..

ইলম এবং মা'লুমাত এর মধ্যে পার্থক্য..

ইলমের উদ্দেশ্য ..

ইলমের গুরুত্ব ..

ইলমের সংজ্ঞা

ইলম (জ্ঞান) শব্দটি সাধারণত **عِلْمٌ**(অজ্ঞতা) এর বিপরিত ।

আর পারিভাষিক অর্থে ইলম বলা হয় = কোন কিছুকে তার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে জানা ।

ইলম এবং মা'লুমাত এর মধ্যে পার্থক্য

ইলম এবং মা'লুমাত অর্থগত দিক থেকে অভিন্ন হলেও প্রকৃত অর্থে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ।

আশরাফ আলী খানভী রহ . বলেন : ইলম হল ঐ জিনিস যা উপলব্ধি সহ অর্জিত হয় । আর মা'লুমাত হল যা অর্জিত হয় ঠিক কিন্তু তাতে কোন উপলব্ধি থাকেনা ।

উপলব্ধিসহ ইলম হল ঐ জিনিস যা আমি জানার পর আমাকে আমলের জন্য উদ্বুদ্ধ করে । যেমন ধরেন আমি যখন জানলাম – কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব হবে । সুতরাং যার নামাজ ঠিক তার সব ঠিক – এই জ্ঞানকে তখনই ইলম হবে যখন এই জ্ঞান আমাকে আল্লাহর ডাকে সারা দিতে বাধ্য করবে । আযান হলে গেলে দুনিয়ার সব কাজকে একদিকে রেখে আমাকে মসজিদে যেতে বাধ্য করবে । আমার মধ্যে গুনাহের ভয় সৃষ্টি করবে । আল্লাহর নাফমানি থেকে বিরত রাখবে । হেদায়েতের পথে চলতে বাধ্য করবে ।

যখন এমন হালত তৈরী হবে , তখন বলা হবে এটা হল ইলম । পক্ষান্তরে এই জ্ঞান যদি আমাকে নামাযের প্রতি উদ্বুদ্ধ না করে , গুনাহ থেকে বিরত না রাখে , আল্লাহর নাফরমানী থেকে আমাকে না ফেরায় তাহলে এটা শুধু মা'লুমাত । ইলম নয় ।

ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য

আমরা ইলম অর্জন করবো শুধু আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া দুনিয়াতে যত কাজ আমরা করি তা হবে বে-সাওয়াব। অথচ আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য স্পষ্ট এক হুকুম হলো – আমি জ্বীন এবং ইনসানকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার এবাদতের জন্য (সূরা যারিয়াত -৫৬)। তাহলে আমাদের জন্য দুনিয়াতে সব কাজ করার আগে এই খেয়াল করা দরকার যে, আমি যে কাজ করছি তা কি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করছি (?) না অন্য কেন উদ্দেশ্যে করছি (!)। তাই শুধু ইলম নয় বরং সব কাজের আগে আমাদের এই নিয়ত করা উচিত যে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই এই কাজ করছি।

ইলমের উদ্দেশ্য হল আমল করা। আল্লাহ পাক আমার ওপর কি আদেশ করেছেন আর কি নিষেধ করেছেন তা জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা।

গুটিকতক কিতাবের মালুমাত হাছিল করার নাম ইলম নয়। সাহাবায়ে কেরাম যা শিখতেন সাথে সাথে আমল শুরু করে দিতেন। এক আয়াত শিখতেন তা আমলে পরিণত করে দ্বিতীয় আয়াত শুরু করতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. আরব ছিলেন। তাঁর মাতৃভাষা ছিল আরবী। আরবী শিখতে তার নাল্ সরফের প্রয়োজন ছিলনা। এদিকে

কোরআন শরীফও নাখিল হয়েছে আরবী ভাষায়। স্বভাবতই কোরআন বোঝার জন্য তাঁর তরজমার প্রয়োজন ছিল না। তবুও তিনি বলেছেন : “সূরায়ে বাকারা শিখতে আমার দু'বছর লেগেছে”। একজন আরবের সূরায়ে বাকারা শিখতে দু'বছর লাগার কী কারণ? কারণ একটাই, এক আয়াত পড়তেন আমলে অভ্যস্ত হয়ে দ্বিতীয় আয়াত শুরু করতেন। তাহলে মূল কথা হলো আমরা ইলম অর্জন করবো শুধু আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির জন্য।

ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোরআনের যে ওহী সর্বপ্রথম এসেছে তা হল - সূরা আলাক এর প্রথম কয়েক আয়াত। সেখানে আল্লাহ তায়ালা নবীজীকে যে কথাগুলো বলেছিলেন তার মধ্যে একটি কথা হল – “যিনি মানুষকে শিখিয়েছেন কলমের মাধ্যমে” (সূরা আলাক-৪)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে কুরতুবির মধ্যে ইমাম কুরতুবি রহ. একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে

উমর রা. থেকে বর্ণিত : নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন : আমি কি আপনার কথাগুলো যা শুনি তা লিখে রাখবো ? নবীজী বলেছিলেন হ্যাঁ , তুমি লিখে রাখো । কেননা আল্লাহ তা'য়ালা কলম দ্বারাই শিক্ষা দিয়েছেন ।

সফওয়াতু তাফাসির কিতাবে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলী আস সবুনী রহ. লিখেন : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে কলম দ্বারা লেখা শিখিয়েছেন । এবং মানুষকে তিনি শিখিয়েছেন এমন সকল জ্ঞান ও পরিচিতি যা তারা জানতো না । অতপর তিনি তাদেরকে অজ্ঞতার অঁধার থেকে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন ।

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন : লেখার জ্ঞানের গুরুত্ব বিষয়ে এই জন্যই আল্লাহ সতর্ক করেছেন যে, মানুষ এই লেখার জ্ঞান ছাড়া জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপকৃত হতে পারেনা । না ইলম অর্জন করতে পারে আর না প্রজ্ঞা অর্জন করতে পারে । এবং তার এই জ্ঞান ছাড়া পূর্ববর্তীদের বিষয়েও জানতে পারেনা ।

যদি এই জ্ঞান না থাকতো তাহলে না আল্লাহর কালাম অথবা দ্বীন-দুনিয়ার কিছুই প্রতিষ্ঠিত হতো না ।

মোটকথা অধিকাংশ মুফাসসিরিনে কেরামের কাছ থেকে আমরা এটাই জানতে পারি যে আল্লাহ সর্বপ্রথম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যে ওহী অবতীর্ণ করেছেন তার মধ্যে ইলম এবং ইলমের গুরুত্ব সম্পর্কেও বলেছেন । এছাড়াও বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা এই ইলম অর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারি ।

ইলম সম্পর্কে কিছু নাসিহাহ

* আপন ছাত্র ও শিষ্যদের প্রতি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর একটি উপদেশ

তোমরা ইলমের ঝর্নাধারা হও এবং হিদায়াতের প্রদীপ হও...

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তাঁর শিষ্য ও পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন-

হে বৎস, তিন উদ্দেশ্যে ইলম হাছিল করোনা, রিয়ার উদ্দেশ্যে, তর্ক করার উদ্দেশ্যে এবং গর্ব করার উদ্দেশ্যে । আর তিন কারণে ইলম ছেড়ো না, মূর্থতার প্রতি অনুরক্ত হয়ে, ইলমের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে, এবং শেখার বিষয়ে লজ্জার কারণে ।

* হযরত আয়েশা রা. আপন ভগ্নিপুত্র ওরওয়াকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নছীহত করেছেন। সে সম্পর্কেও একই কথা, এক্ষণ হাতের কাছে নমুনা পেলাম। তবে তিনি মদীনার তরুণীসমাজকে এই বলে তিরস্কার করতেন যে, এখন তো তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছো, আমাদের সময় তো একটা মাত্র পোশাক ছিলো আমার কাছে সেটা দিয়েই মদীনার সব মেয়ের বিবাহ হয়েছে।

এভাবে যদি আমরা অন্যান্য শিক্ষক ছাহাবা কেরাম’ -এর ওয়ায-নছীহত ও উপদেশেরও উদাহরণ পেশ করতে যাই তাহলে ...

তবে যেহেতু খোলাফায়ে রাশেদীন হচ্ছেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ রাহবার সেহেতু তাদের ওয়ায-নছীহত ও উপদেশের কিঞ্চিৎ নমুনা এখানে পেশ করছি

* প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর রা.-এর একটি দীর্ঘ নছীহতের অংশ-

হে আল্লাহর বান্দাগণ, তাদের কথা চিন্তা করো যারা তোমাদের পূর্বে ছিলো। কোথায় ছিলো তারা গতকাল, আর কোথায় তারা আজ?

তাঁর এ ওয়ায ও উপদেশ ছিলো মসজিদে নববীতে মিস্বরে রাসূল থেকে আপন পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা.কে হযরত ওমর রা. এর উপদেশ-

হে বৎস, ঈমানের দাবীগুলো পূর্ণ করো, অর্থাৎ প্রচণ্ড গরমে রোযা রাখো, তলোয়ার হাতে দুশমনের মোকাবেলা করো, আর গোনাহের বিষয়ে সংযম অবলম্বন কর।

হযরত ওছমান রা, এর উপদেশ -

তোমরা সং কাজের আদেশ করো এবং মন্দ কাজে নিষেধ করো, নচেৎ তোমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে তোমাদের দুষ্টদের, আর তোমাদের উৎকৃষ্টরা তোমাদের জন্য দু'আ করবে, কিন্তু তাদের দু'আ কবুল করা হবে না।

* হযরত আলী রা, এর উপদেশ

যে ব্যক্তি আল্লাহর ফায়ছালায় খুশী হবে, তা তো তার উপর কার্যকর হবে, সেই সঙ্গে সে তার আজর পাবে, আর যে আল্লাহর ফায়ছালায় রাজী থাকবে না তাও তার উপর কার্যকর হবে, তবে তার আমল বরবাদ হয়ে যাবে।

বলাবাহুল্য যে, ছাহাবা কেরামের প্রতিটি উপদেশই ছিলো অত্যন্ত মূল্যবান। যেন একেকটি মুক্তা বা হীরকখণ্ড; না, বরং প্রতিটি উপদেশ যেন একটি করে আলো ও নূরের টুকরো।

ছাহাবা কেরামের তারবিয়াত ও তাযকিয়া-এর মাধ্যমে গড়ে ওঠা মহান তাবেঈনের বয়ান এবং ওয়ায-নছীহত ও উপদেশের কিছু নমুনা দেখুন-

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর শিষ্য হযরত আলকামা রা, তাঁর ছাত্রদের বলতেন,

“তোমরা নিজেদের মধ্যে ইলমের চর্চা আলোচনা করো। তাহলেই ইলম জীবন্ত থাকবে।

একই ভাবে তাবেঈনে কেরামের তারবিয়াত ও তাযকিয়ায় গড়ে উঠেছে তাবয়ে তাবেঈনের যে মুবারক জামাত, তাঁরা তাঁদের ছাত্র, শিষ্য ও অনুসারীদের যে বয়ান ও ওয়ায এবং নছীহত ও উপদেশ প্রদান করেছেন তার কিছু নমুনা উল্লেখ করলেও কলেবর অনেক বেড়ে যাবে।

(বাকি অংশ – দরদী মালীর কথা শোন ১ম খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা)